নতুন ভার্সিটি কেন ও কোথায়

ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ডীন, সমাজ বিজ্ঞান; অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান

নিতাই চন্দ্র নাগ

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বারো কোটি মানুষের বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ, দরিদ্র ও অনগ্রসর। ফলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের বিরাট জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টা এত জরুরী যে, বলার অবকাশ নেই। সমকালীন বিশ্বে প্রায় সব দেশ যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞান ও কারিগরি নৈপুণ্যের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে স্ব স্ব জনসমষ্টিকে একবিংশ শতাব্দীর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য করতে তৎপর সেখানে আমরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নৈরাশ্যজনকভাবে পিছিয়ে রয়েছি।

মানব সম্পদ উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। দেশে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতার দরুন প্রতি বছর ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের একটি ক্ষুদ্রাংশই কেবল ভর্তি হচ্ছে। প্রতিটি সিটের জন্য প্রতিযোগী ছাত্রসংখ্যা ৪০ থেকে ৬০ বা ক্ষেত্রভেদে তারও বেশি। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও শুধুমাত্র আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। উচ্চশিক্ষার চাহিদার উল্লিখিত দিকটির কথা বিবেচনা করে সরকারের উচিত দেশে একাধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। এটা বিদ্যমান সময় ও পরিস্থিতির দাবি।

যদিও সরকার বেসরকারী খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অনুমোদন করে আইন প্রণয়ন করেছে, তবুও একথা গুরুত্বসহকারে বলা চলে যে, উচ্চশিক্ষার বিদ্যমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা মিটানোর ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ সামান্যই সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হতে পারে এবং সাধারণত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত। মুনাফা অর্জনার্থে স্থাপিত ও পরিচালিত এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতদূর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে তা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নসাপেক্ষ।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন—এ দুটো বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যক্তিস্বার্থের প্রসার ও সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের ভিতর সুসামঞ্জস্য বিধানের জন্যই প্রয়োজন হয় সরকারের। শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই বেছে নেয়া একটি উদাহরণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করবে। বর্তমানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (বিশ্ববিদ্যালয়সহ) সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ জাতীয় কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বন্দ্ব। মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনেক শুধুমাত্র সার্টিফিকেট প্রদানস্থল হিসাবে চিহ্নিত হবে— এমন আশঙ্কা ইতোমধ্যেই প্রকাশ করেছেন অনেক বিজ্ঞজন। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সামাজিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে ব্যক্তিস্বার্থ প্রসারের হীন প্রচেষ্টাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। এ বিধান প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে, উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চাকরি খুইয়েছেন। চাকরি খুইয়েছেন একজন প্রবীণ অধ্যাপক। অতএব একথা বিশ্বাস করার ঢের কারণ রয়েছে যে, আরও অনেককাল যাবত আমাদের মতো সমাজে উচ্চশিক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধান সরকারের পক্ষ থেকেই হওয়া বিধেয়। বর্তমানে দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান। কিন্তু অবস্থানগত দিক বিবেচনায় নিলে লক্ষ্য করা যাবে যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক সুসমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলোর সাফল্য সীমিত।

কেবলমাত্র ঢাকাতেই মোট ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এছাড়াও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনেকের ভৌগোলিক অবস্থান বিজ্ঞানসম্মত নয়। যে কোন সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই প্রান্তিক অবস্থানের চাইতে অধিক পরিমাণে সেবা প্রদানে সক্ষম। এই যুক্তির তাৎপর্য এই নয় যে, সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অবস্থান একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাদেও ঢাকায় ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি তুলনামূলকভাবে ঢাকাকে সারা দেশের আর সব স্থানের তুলনায় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আন্তঃআঞ্চলিক সুসমতার কথা বাদ দিলেও ঢাকার ওপর জনসংখ্যাজনিত তথা পরিবেশগত চাপ সৃষ্টির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এ সকল কারণে উপকেন্দ্রীয় অবস্থান ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান বণ্টনের ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক সুসমতার কথা বিবেচনায় নিলে দেশের যে ক'টি বৃহত্তর জেলায় বর্তমানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেগুলোই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিবেচিত হওয়া উচিত। আবার ঐ সকল জেলার মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় ও সহায়ক উপাদানের তুলনামূলক বিদ্যমানতা বিচার করা। নিম্নে কতিপয় প্রাসঙ্গিক উপাদানের জেলাওয়ারী বিদ্যমানতার উল্লেখ করা হলো, যা অগ্রাধিকারের ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। উপাদানগুলোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, ১. মৌলিক বা আবশ্যিক উপাদান এবং ২. পর্যাপ্ত উপাদান। আবাসিক উপাদানসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত ছাত্রসংখ্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা।

জনসংখ্যার ঘনত্ব এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। সামাজিক দ্রব্য যত বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত উপকেন্দ্রে স্থাপিত হয় তত বেশি তা থেকে মোট সেবা উদ্ভূত হবার অবকাশ থাকে। নিম্নস্তরে পাঠরত মোট ছাত্রসংখ্যা অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

অনুকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা সংবলিত উপকেন্দ্রে সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেই কেবল সেবা অপেক্ষাকৃত বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে।

নিবন্ধে পর্যাপ্ত উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে অর্থনীতির টার্সিয়ারি খাতের তুলনামূলক অগ্রসরতাকে। এই উপাদানসমূহ উচ্চশিক্ষা সেবার চাহিদার তুলনামূলক গুরুত্ব প্রতিফলিত করবে। শেষোক্ত অগ্রসরতার সূচক হিসাবে তথ্যের প্রাপ্যতা অনুসারে বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যাংকিং খাতসমূহের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদানের পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণি ঃ ১ (জনসংখ্যার ঘনত্ব)

জেলা	মোট জনসংখ্যা হাজারে	আয়তন বর্গমাইলে	মোট জনসংখ্যা/ আয়তন
টাঙ্গাইল	৩১৬৭	১৩১৪	২৪১০
জামালপুর	৩১৮১	১২৯৩	২৪৬০
নোয়াখালী	৪৯৫১	২১০৮	২৩৪৮
কুমিল্লা	৮৯২৫	২৫৪৯	৩৫০১
পাবনা	৪৪৪৩	১৮২৭	২৪৩৪
বগুড়া	৩৫৩৯	১৫০১	২৩৫৭
রংপুর	৮৪৪৩	৩৭০৫	২২৭৮
দিনাজপুর	৪১৫৩	২৫৩৫	১৬৩৮
যশোর	৫২১৪	২৫৩৮	২০৫৪
ফরিদপুর	৬১৭৯	২৬৫৭	২৩২৫
বরিশাল	৬০৫৩	২৮১৮	২১৪৭
পটুয়াখালী	২৩৯১	১৫৮১	১৫১২

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯৩

সারণি-১-এ লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ জেলা হচ্ছে কুমিল্লা। দ্বিতীয় দূরবর্তী সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ জেলা হচ্ছে জামালপুর। কুমিল্লায় প্রতিবর্গমাইলে বাস করে ৩৫০১ জন মানুষ এবং জামালপুরে ২৪৬০ জন।

সারণি-২ তে মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে পাঠরত ছাত্রসংখ্যার তথ্য রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ১৯৯১-৯২ সালের তথ্যানুযায়ী সর্বাধিক ছাত্রসংখ্যা কুমিল্লায় ৩৩৯০০০ জন। কলেজ ছাত্রসংখ্যা ১৯৮৭-৮৮ সালের হিসাবে কুমিল্লায় সর্বাধিক ৫০৮৮৪ জন। ১৯৯১-৯২ সালে কলেজ ছাত্রের সংখ্যা রংপুরে সর্বাধিক ৫২০৯৬ জন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রসরতা বিবেচনা একটি কঠিন ব্যাপার, কেননা ভূপ্রাকৃতিক কারণে একেক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম একেক রকম। যেমন, নিম্নাঞ্চলে জলযানের গুরুত্ব বেশি কাঁচা ও পাকা রাস্তার তুলনায়। এ সমস্যা বিবেচনা করে যোগাযোগ খাতে জাতীয় আয়ের অংশকে যোগাযোগ ব্যবস্থার তুলনামূলক অগ্রসরতার মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে।

সারণি ঃ ২ (মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে ছাত্রসংখ্যা

জেলা	মাধ্যমিক ছাত্রসংখ্যা' ১৯৯১-৯২ (হাজারে)	কলেজ ছাত্রসংখ্যা ১৯৭৮-৮৮	কলেজ ছাত্রসংখ্যা। ১৯৯১-৯২
টাঙ্গাইল	১১৩	২০৫৮৭	২৯১৮৩
জামালপুর	৮৭	১৯০৮৯	১৭৫০০
নোয়াখালী	১৯৫	২১১৮০	২৪৫৫৮
কুমিল্লা	৩৩৯	৫০৮৮৪	৫১৬১৭
পাবনা	১৫২	২৮৮২৯	৩২৬৪৯
বগুড়া	১২৮	২৩১৪৬	২৬৩২২
রংপুর	২৪০	৪৭৮৬৯	৫২০৯৬
দিনাজপুর	১৫৭	১৯৯৯৩	৩৩৯০৪
যশোর	২০৩	৪০০৯৬	৪০৩৭৩
ফরিদপুর	২০২	২৭৭৯৯	৩৮৪৫৪
বরিশাল	২০২	৪৯২২৫	৪৯৪৪৯
পটুয়াখালী	৭৭	১৩৯৫৬	১২৪৩২

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯৩

সারণি-৩-এ লক্ষণীয়, যোগাযোগ, পরিবহন ও স্টোরেজ উপখাতে ১৯৯১-৯২ সালের তথ্যানুযায়ী সর্বাধিক ৬২৯৬ মিলিয়ন টাকা সমমূল্যের সেবা উৎপাদিত হয়েছে কুমিল্লায়। ফরিদপুর ৪৭৭৫ মিলিয়ন টাকা ও বরিশাল ৩৪০০ মিলিয়ন টাকা সমমূল্যের সেবা উৎপাদন করে দূরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

পর্যাপ্ত উপাদানসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের অবদান। সারণি-৩ থেকে লক্ষ্য করা যায়, ১৯৯১-৯২ সালের তথ্যানুযায়ী কুমিল্লায় বৃহদায়তন শিল্পখাতে সর্বাধিক ২০৫৪ মিলিয়ন টাকার সমমূল্যের উৎপাদন করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, স্থান সঙ্কুলানের বিষয় বিবেচনা করে একটি সালের তথ্যই উল্লিখিত হয়েছে সারণি-৩-এ। যদিও অন্যান্য সালের তথ্য থেকেও অনুরূপ ধারা পাওয়া যায়। অন্য জেলা সমূহের আলোচ্য ক্ষেত্রে অবদান কুমিল্লার তুলনায় দূরবর্তী অবস্থানে বিদ্যমান। যেমন পাবনায় ৬২৪ মিলিয়ন টাকা।

সারণি ঃ ৩ বিভিন্ন উপখাতের জাতীয় আয়ে অবদান মিলিয়ন টাকা ঃ ১৯৯১-৯২

জেলা	পরিবহন যোগাযোগ ও স্টোরেজ	বৃহদায়তন শিল্প	ব্যাংক-বীমা	বাণিজ্য ও সেবা
টাঙ্গাইল	১০৬৬	১৬৫	৩০৩	১০৪৪
জামালপুর	৫৫৮	১১৩	১৭৪	১৩৯৩
নোয়াখালী	১৭৭৫	২৬৮	৩৮২	১৭৫৪
কুমিল্লা	৬২৯৬	২০৫৪	৬১৫	২৯৭৪
পাবনা	৯৭৭	৬২৪	৩৫৮	১২২৩
বগুড়া	১৩০২	২৪৯	৩৪৩	১১৭৭
রংপুর	২৩৬৩	২৯৪	৬১৫	২৭৫৪
দিনাজপুর	১২৫১	২২৬	৩৪৫	১৪০২
যশোর	২৩৬৭	৪৪০	৪২৪	২০৬৫
ফরিদপুর	৪৭৭৫	১২৬	৪১৬	২১৫৭
বরিশাল	৩৪০০	৮৭	৪৩৮	২১৭০
পটুয়াখালী	৪৯৬	১	২১৮	১১১৩

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ১৯৯৩

ব্যাংক-বীমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে কুমিল্লা ও রংপুর। উভয়ের অবদানের পরিমাণ ৬১৫ মিলিয়ন টাকা। বরিশাল ৪৩৮ মিলিয়ন টাকা নিয়ে দূরবর্তী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বাণিজ্য ও সেবা খাতে কুমিল্লার অবদান সর্বাধিক ২৯৭৪ মিলিয়ন টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রংপুর। যার উৎপাদনের পরিমাণ ২৭৫৪ মিলিয়ন টাকা।

আলোচ্য নিবন্ধে বিবেচিত বিষয়সমূহ নির্দেশ করে যে, দেশে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য জেলা হচ্ছে কুমিল্লা। রংপুরের অবস্থান দ্বিতীয় যেহেতু বিবেচিত বিষয়সমূহের মধ্যে দু'টি ক্ষেত্রে তার স্থান সর্বোচ্চ। অন্য বৃহত্তর জেলাসমূহের সুসঙ্গত সুনির্দিষ্ট অবস্থান আলোচ্য নিবন্ধে বিবেচিত বিষয়সমূহ দ্বারা নির্ধারণ করা যায়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুমিল্লা ১৯৬০-এর দশকে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি লাভ করেছিল, যদিও সে মঞ্জুরিটি বাস্তবে কুমিল্লা পেতে ব্যর্থ হয়।

তারিখ ... 23 MAR 1997 ...